আমাদের চলচ্চিত্রের চালচিত্র

ওমর বিশ্বাস

চলচ্চিত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার এক শক্তিশালী মাধ্যম। এ যোগাযোগ এমন এক উপাদানের যা মানুষ তার আচার-আচরণ কিংবা নিত্য কাজে ধারণ করে। এ যোগাযোগ বিনোদনের। বিনোদন সংস্কৃতির একটি উপাদান হয়ে মানুষের মনকে নাড়া দেয়। মানুষ তার চিত্তের প্রশান্তির জন্য বিনোদনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারই এক অংশ হচ্ছে চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র মানুষকে অনুভূতিপ্রবণ করে থাকে তার নিজস্ব সৃষ্টিশীল কর্মের মাধ্যমে।

আমরা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের নিজস্ব শ্রম-মেধায় গড়ে তুলতে পেরেছি চলচ্চিত্র শিল্পকে। মানুষের হৃদয়ে এ শিল্প নানাভাবে নাড়া দিতে পেরেছে। কখনও আনন্দ দিয়েছে। কখনও বেদনা দিয়ে আনন্দ বেদনার মিশ্রণে এক অন্য রকম জীবনবোধের জন্ম দিয়েছে। আবার কখনও দিয়েছে হাসি কান্নার মিশ্রণে শিক্ষার অফুরন্ত খোরাক। এরই মাঝে কেউ শিখেছে কেউ উপভোগ করেছে বিনোদন। মানুষ প্রথম থেকে অত্যন্ত আবেগ আর উৎসাহের সাথেই একে গ্রহণ করেছে। কিন্তু হঠাৎ যেন সময়ের কোনো এক অজুহাতে চলচ্চিত্রকে আজ সংশ্লিষ্টরা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যেখান থেকে তাদেরই শ্লীল অংশ শত চেষ্টা করেও বেরিয়ে আসতে পারছে না। সেখানে দর্শক শ্রেণীর রুচি মান তো অনেক পিছনে।

আমাদের চলচ্চিত্র এক সময় জীবন কাহিনীর গাঁথামালা ছিল। সেখানে কাহিনী সংলাপ থেকে শুরু করে অভিনয় স্টাইল পর্যন্ত মানুষের মনকে জয় করতে পেরেছিল। এখনও এই দুঃসহ চলচ্চিত্রের মাঝে সেই পুরোনো দিনের কথাই মানুষ বেশি স্মরণ করে। যে পরিমাণ দর্শক এখনও টেলিভিশনের কল্যাণে আছে তারা চ্যানেলগুলোতে সাদা কালো ছবির প্রতিই তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। একদিকে চলতি পথে দেয়ালে লাগানো ঝলমলে, রঙিন পোস্টার যদি কোনো পথচারির চোখেও পড়ে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেই সে কখনো ঘৃণায় কখনো শরমে তার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। কেননা রুচি অরুচির প্রশ্নে বারবার ফেল করা হতাশাজনক নাম সর্বস্ব সিনেমা পোস্টারগুলো নিজেরাই তাদের নিজেদের প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন করে থাকে। এতে তারা নিজেরাই যেন লজ্জিত।

কিন্তু আমাদের বর্তমান চলচ্চিত্রের অবস্থান এমন কেন? এ শিল্প মানুষের বিনোদন মাধ্যমগুলো থেকে কেন দূরে সরে যাচ্ছে? এ সব বিষয় আমরা বারবার অবহেলা করে যাচ্ছি। অথচ সিনেমা হওয়া উচিত একই সাথে বিনোদন, শিক্ষা আর প্রশিক্ষণের সরাসরি মাধ্যম। সিনেমা হওয়া উচিত তিন ঘন্টার এক ট্রেনিং ক্যাম্প। যেখানে মানুষ তার জীবনকে প্রশান্ত নদীর মতো বহমান করতে সহায়ক হিসেবে বেছে নেবে। সিনেমা হওয়া উচিত সমাজ-রাষ্ট্র আর ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের সাথে দর্শকের সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু দেশী সিনেমা মানুষের বর্তমানে তিন ঘন্টার দীর্ঘ বিরক্তির সবচেয়ে ভালো মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অথচ জনসংখ্যাবহুল আমাদের দেশে সিনেমা শিল্পকে একটি অত্যন্ত মর্যাদাকর শিল্প হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। এ সম্ভাবনা যে এখনও নেই তা নয়। তবে চলমান ধারায় তা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। এ শিল্প একই সাথে সংস্কৃতির বিকাশ ও মর্যাদাকর লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ আমাদের দেশেই সবচেয়ে বেশি। জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা আর সুস্থ রুচি বোধের মানুষের সংখ্যাই আমাদের দেশে বেশি বলে সম্ভাবনার পরিমাণও বেশি। অথচ এর সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ নিজেরাই যেন একই ডালে বসে সেই ডাল কাটার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ছবি মনের চিত্র আঁকবে। এখানে সত্য কথা থাকবে। সুন্দর ভাষা থাকবে। সংলাপের মান মানুষকে সুন্দরভাবে কথা বলতে শিখাবে। অভিনয় কুশলতা মানুষের হৃদয়কে এমনভাবে নাড়া দেবে যাতে ছবি দেখে যে কোনো ভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মানুষ দেখাতে পারে। পাষাণের চোখ দিয়ে যদি কেনো ভাবে অশ্রু বিসর্জন করানো যায় সেটাই তো সার্থকতা। কিংবা নিষ্ঠুর হৃদয়েকে যদি কোনো ছবি মানবিক করতে পারে তাহলেই তো সেটা শ্রেষ্ঠ ছবি, সেটাই তো সে ছবির সার্থকতা। অথচ আমাদের আজকের দিনের ছবিগুলো দর্শক বিমুখতাই সৃষ্টি করছে। এ অবস্থায় কোনো ভদ্র রুচিশীল মানুষ হলে গিয়ে সিনেমা দেখার ব্যাপারে চিন্তা করছে না, এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পর্যন্ত হলগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে আনছে। একদল অশিক্ষিত নিম্নবিত্তদের উপর ভর করেই আজ এখানে বাণিজ্যিক ছবি বানানো হচ্ছে। কিন্তু অবাক ব্যাপার সে শ্রেণীর মানুষের কাছে এ্যাকশন, ফাইটিংয়ের জনপ্রিয়তার পরও সামাজিক কিংবা জীবন ঘনিষ্ঠ ছবিই সত্যিকার অর্থে গ্রহণীয় হয়ে থাকে। অথচ আমরা তাদের সে সুযোগটুকুও দিয়ে দেখছি না। উল্টো বলা হয় দর্শক এরকম ছবিই পছন্দ করে বলে তারা এরকম ছবি বানান। কিন্তু না, দর্শক ভালো ছবি পাচ্ছে না, তার মনের

চাহিদা পূরণ হচ্ছে না বলেই বর্তমান ধারার ছবির থেকে দর্শক তাদের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। ভালো ছবি বানাতে পারলে এখনও মানুষ দলবেঁধেই হলে যেতে প্রস্তুত বলেই দেখা যায়।

আমাদের দেশে এমন কিছু লোক আছেন যারা এ দেশের চ্যানেলগুলো তো দেখেনই না, সিনেমা দেখা তো সেখানে অনেক দূরে। এরা ডিশের কল্যাণে সারাদিনই ভারতীয় চ্যানেগুলোর প্রতিই নিজেদের আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এরা দেশপ্রেমের বুলি কোথাও কোথাও প্রয়োজনে ব্যবহার করলেও প্রকৃত পক্ষে এদের মন পাশ্চাত্য কৃষ্টি কালচারের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। সামান্য অর্থ বিত্তের বৃদ্ধি কখনো কখনো এদের এরকম মানসিকতার জন্য দায়ী। তাদের মধ্যে কাউকে এরকমও বলতে শোনা যায় যে হিন্দী ছবিগুলো শৈল্পিক। কেউ আগ বাড়িতে বলেন সেখানে সেক্সের অযাচিত ব্যবহার নেই। তারা কেউ কেউ স্বল্প বা টুকরো পোষাককে অশ্লীলও মনে করেন না। কিন্তু তারা এটা যে শ্লীলতা, সু-রুচি আর সৌন্দর্যবোধের বিপরীত সে কথা ভুলে যান। প্রকৃত পক্ষে এর জন্য তারা ভালো জিনিসের প্রতি বিদ্বেষী তা নয়, তাদের মন মানসিকতাকে সেই সব বিদেশী কৃষ্টি কালচারের প্রতি অধিক আকর্ষণ করাতে পারার ফলেই তারা সে সবের গুণগান করেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে হিন্দী ছবির সবই ভালো কিংবা সবই খারাপ তা নয়। তবে সেখানে ভালোর শতকরা হার কম। সেখানে সার্বিকভাবে শিল্পের মেকআপ-গেটআপ উন্নত, ছবির প্রিন্ট আমাদের দেশি ছবির চেয়ে শতগুণে ভালো, গানের কাম্পোজিশন অনেক উন্নত। সবই ঠিক আছে- এর বিপরীতে আছে অশালীন ডেন্স আর লাফলাফি, অশ্লীল পোশাক আর আছে সেক্সের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা। সেখানকার বর্তমান সিনেমার ধারার মধ্যে রোমান্টিক প্রেমের ছবিই বেশি। সব মিলিয়ে উপরের বিশ্লেষণগুলো যদি এই ধারায় চলতে থাকে তাহলে তাদের চলচ্চিত্র অচিরেই সেক্স সর্বস্ব হয়ে দাঁড়াবে। সেখানকার গানগুলো বর্তমান ধারাকে সেদিকে নিয়ে যাওয়ারই কথা বলে।

এক্ষেত্রে আমরা কেবল তাদের ভালোটুকুই নিতে পারি, তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। সব মিলিয়ে আমাদের দর্শকদের যদি আমরা আরো সুন্দর কিছু আমাদের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দিতে পারি তাহলে দেশ বেশি লাভবান হবে। আমাদের দেশে সিনেমার দর্শক প্রিয়তার একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে অধিকাংশ জনগণই ইরানের চলচ্চিত্রকে তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে নিয়েছে। তারা সেরকম মান সম্পন্ন ছবিই আমাদের চিত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে আশা করে। ইরানের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক বাজারেও গ্রহণযোগ্য। তারা হলিউডের ছবির সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসঙ্গে টাইটানিকের কথা বলাও যায়। এ ছবি মানুষকে হলে নিতে পেরেছিল। তাহলে আমরা কেন ব্যর্থ হচ্ছি? ভারতের বলিউড আজ হলিউড ও পাশ্চাত্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অথচ আমরা সেই পাশ্চাত্যের পিছনে ছোটা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই নকল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু ভারত যদি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, সেক্সকে তাদের সিনেমার প্রধান উপজীব্য করে আমরা কি তাহলে তা নকল করব?

আমাদের দেশে বাস্তবেই কোনো ভালো ছবির নির্মাণ করা হচ্ছে না। এখানকার হলের অবস্থা ও পরিবেশ ভয়াবহ রকম খারাপ। প্রতিনিধিত্বশীল চলচ্চিত্র আমাদের এখানে ঠিক সেভাবে নির্মিত হচ্ছে না। সুস্থ ছবির নির্মাণের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। একই পরিচালক অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন আবার অশ্লীল ছবিও বানাচ্ছেন! এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। কিন্তু ছবি শুধু বানানোর জিনিস নয়-একে বিক্রি করতে হয় বলে প্রথমেই একে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মান দিতে হয়। এর গুণাগুণ ক্রেতা ভোক্তার (এখানে দর্শক) চাহিদা মোতাবেক পূর্ণতা দেবার চেষ্টা করতে হয়। এরপরও বলা যাবে না সেটা দর্শক কিভাবে গ্রহণ করবে। কাজেই শুধু ছবি বানিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাণিজ্য করলেও সেটা ওয়ান টাইম বস্তুতে পরিণত হয়। আমরা একে স্থায়ী মর্যাদা দিতে পারছি না। অনেকদিন স্মরণে থাকার মতো ভালো ছবি বানাতে পারছি না। মনে রাখা উচিত দেশে শিক্ষা, স্বাক্ষরতার হার বাড়ার সাথে সাথে নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সচেতন চোখ কান খোলা রাখা মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অবশ্যই সেদিকে নজর দিতে হবে। নাহলে তারা সস্তা জনপ্রিয়তা ক্ষণিক সময়ের জন্য পেলেও শিক্ষিত রুচিবান মানুষ, ভদ্রসমাজ ও সমালোচকের মন জয় করতে ব্যর্থ হবে।

আমাদের চলচ্চিত্রের সাম্প্রতিক ধারায় প্রতিনিধিত্বশীল ছবির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। হিসাব করলে দেখা যাবে প্রকৃত পক্ষেই গত দশ বছরের দশটি সুস্থ সুন্দর ছবি তৈরি হয়নি যা নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারি। মাত্র দুই একটি ছবিই কয়েকটি দেশের বিভিন্ন উৎসবে প্রর্দশিত হয়েছে, যদিও সে সব ছবির বিষয়ে দেশেই পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক আছে। এ ক্ষেত্রে ছবির মাধ্যমেও আমরা দেশে বিদেশে আমাদের দেশ-সমাজ-মাটি-মানুষের পরিচয় তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। আগামী কয়েক বছরে হয়ত নতুন কোনো ভালো ছবি নির্মাণ না হওয়ার সম্ভাবনায় এ কয়েকটি ছবি নিয়েই আমাদের বিভিন্ন চলচ্চিত্র

উৎসবে উপস্থিত হতে হবে। সম্প্রতি শেষ হয়ে যাওয়া দেশের দুটি বড় চলচ্চিত্র উৎসবেও আমরা একই রকম পারফরমেন্সই দেখিয়েছি। সেখানে অসাধারণ কিংবা আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ছবি হয়ত আপাতত দুঃস্বপ্নই। অথচ দু'একটি ছবি ছাড়া আর নতুন কোথায়? সমস্যা দেখা দেবে যে, যে কোনো একটি দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে আমরা যদি স্থায়ীভাবে প্রতি বছরই যোগ দেই তাহলে আমরা কি ছবি দেখাবো? সেখানে আমরা দশ বছরে দশের অধিক নতুন কোনো ভালো ছবি দেখাতে পারব কি? যদি এক বছরে তিনটি দেখাতে হয় তাহলে তিন বছর পরে প্রদর্শনের জন্য ছবি কোথায়? আবার যদি পুরানো দিনের ছবিগুলোকে দেখাতে হয় তাহলে পরিবর্তনশীল, উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব মূলক সাম্প্রতিক অবস্থা কোনো ছবিতে উঠে আসবে না। আমাদের উন্নত মান মর্যাদা আর প্রতিযোগিতামূলক সুস্থ অবস্থা তাতে ফুটে উঠবে কিভাবে? আমাদের শিক্ষা বাড়ছে, জীবন যাত্রার মান বাড়ছে, উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, গ্রামগুলো সভ্যতাকে আরো গভীরভাবে পরখ করার সুযোগ পাচ্ছে- এসব অবস্থার চিত্র কোথায়? প্রকৃত একবিংশ শতকের বাংলাদেশকে দেখানোই বা যাবে কি করে?

আমাদের চলচ্চিত্রের দূরবস্থার পিছনে অন্যতম প্রধান একটি কারণ হচ্ছে সেন্সর বোর্ড। সেন্সরহীন অশ্লীল ছবি ডিশ, সিডি আর ইন্টানেটের সুবাধে অবাধে দেখার সুযোগ যে কেউ নিতে পারে। আর এক শ্রেণীর দর্শক ভালো ছবির অভাবে হলে গিয়ে ছবি দেখা প্রায়ই ছেড়ে দিয়েছে। যে দর্শক শ্রেণী হলে যায় তারাও সুযোগ থাকলে সিডি কিংবা ডিশেই অপসংস্কৃতির সাথে নিজেকে বিনোদনের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। অথচ সেন্সরহীন ছবিগুলো সেন্সর করার মতো কেউ কি নেই? অন্যদিকে সেন্সর বোর্ডের সদস্য সংখ্যাও নিতান্ত ই কম। হল পরিদর্শক বা ইনেসপেক্টরের সংখ্যা কম। এরা প্রয়োজনে যে কোনো সময় একই সঙ্গে দুই বা তিনের অধিক হলে গিয়ে হয়ত ছবি দেখার সামর্থই রাখেন না। কাজেই পরিদর্শকের সদস্য সংখ্যা অবশ্যই বাড়াতে হবে এবং প্রয়োজনে ছবির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই ছবির সেন্সরশীপ অনুমোদনের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাকতে হবে। এখানে নীতিমালা মেনে কাজের জবাবদিহিমূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের অসহায় চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে তাদেরও দায়িত্ব অনেক।

আমাদের দেশে সুস্থ ছবি নির্মিত হচ্ছে না কেন? এটার মূল কারণ সুস্থ মানসিকতার পরিচালক, প্রযোজকের অভাব। ভালো ছবির দর্শক না থাকার অভিযোগ কোনো কোনো পরিচালক দিয়ে থাকেন। তাহলে কেন হুমায়ূন আহমদ ছবি বানালে (ভালো মন্দের মন্ত ব্য করছি না) হলে দর্শক যান। দর্শকের আবার অভিযোগ ভালো ছবির অভাবেই হলে যায় না তারা। কাজেই আমাদের ভালো ছবি বানাতে হবে। সরকারকেও এর জন্য উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। কেননা দেশে অশ্লীল ছবি সরকারেরই ব্যর্থতার ফল। সবাই যাতে ভালো ছবি বানায় সেদিকেই নজর দিতে হবে। সব হলেই যদি সুস্থ সুন্দর ভালো ছবি চলে তাহলে যারাই ছবি দেখতে ইচ্ছা করবে তারাই ভালো ছবিই দেখতে বাধ্য হবে এবং সব হলেই ভালো ছবি পাবে। আশা করা যায় ভালো ছবিই ভালো দর্শক টেনে আনবে - কারণ পণ্যের অবশ্যই একটা মূল্য আছে। এর জন্য প্রযোজক পরিচালককে নৈতিকভাবে অনেক উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। নৈতিকভাবে সৎ হতে হবে।

আরেকটি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের চলচ্চিত্রের নিম্নমুখী মানের জন্য নিম্নমুখী স্ক্রিপ্ট যারা লেখে তারাও দায়ী। যেমন তেমন সস্তায় যা তা লিখলেই তা দিয়ে ছবি সেলুলয়েডের ফ্রেমে বাঁধা যায় কিন্তু তা ছবি হয় না। এতে জীবনের রিফ্লেকশনের পরিবর্তে বিকৃত, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, ডায়ালগ নির্মাতাদের যোগ্যতাকেই হাস্যাস্পদ করে তোলে। অথচ এদেশেই মুখ ও মুখোশ, পোকামাকড়ের ঘর বসতি, ভাত দে, পদ্মানদীর মাঝি, দীপু নাম্বার টু -এর মত ছবি নির্মিত হয়েছে। এ জন্য আমাদেরকে ভালো সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হবে। কাহিনী বা জীবন ধর্মী গল্প উপন্যাসের আশ্রয় নিতে হবে। ভালো স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে। এটা করা অত্যন্ত জরুরি। শুধু বাণিজ্যিক ছবির জন্য ৫ থেকে ১০ ভাগ দর্শক না টেনে বর্তমান হল বিমুখ মানুষের সংখ্যা থেকে অন্ত ত চার ভাগের একভাগ দর্শক হলমুখী করার প্রচেষ্টাই কি ভালো নয়?

তাই মানুষকে চিন্তায় ফেলে দেয় যে ছবি, মানুষের চিত্তে কল্পনার খোরাক, জোগায় যে ছবি, হাসি আনন্দ, কান্না-বেদনায় মানুষ যে ছবিতে নিজেকে কল্পনা করে, সে রকম ছবিই বানাতে হবে। সে সব কিছুই সংস্কৃতির উপাদানের মধ্যে নিহিত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে সুন্দর রুচি সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার বহিঃপ্রকাশ।

[ওমর বিশ্বাস, ৩৩৩/৪/১ পূর্ব নাখাল পাড়, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫, ই-মেল: omarbiswas@hotmail.com]